সংবাদ-সাহিত্য ঃ মুখের ভাষা বুকের রুধির

অমিতাভ চৌধুরী

প্রকাশক ঃ মলর বসু, গ্রন্থ প্রকাশ,
১৯ শ্যামাচরন দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
প্রকাশ কাল ঃ নূতন সংস্করন, নভেম্বর ১৯৭২

এক

তাদের কারও মুখে কথা ছিল না। ছিল এক চোখে আগুন, আর চোখে জল। আশী হাজার সঙ্গে পা মিলিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। চলেছে মধুরামুখের দিকে।

এ তো মাত্র চল্লিশ হাজার-জেলার পনের লাখ লোক, দেশ-বিদেশের অসংখ্য বঙ্গভাষী মিশে আছেন এই মৌন-মিছিলে। মিশে আছেন এই সুচীপতন-নৈঃশব্দ্যের গভীরে। তিন মাইলের আঁকা-বাঁকা দু'টি সারি এগারোর শহিদের চিতাভস্ম বুক নিয়ে এগিয়ে চলেছে। চলেছে মধুরামুখের দিকে।

মিছিলের মনে একটি মন্ত্র, এক শপথ। —'মাতৃভাষার সম্মান রক্ষায় অগ্রগামী ভুলব না। তোমরা যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছ, সে পথ আমাদেরও। তোমাদের জয় হোক, বাংলা ভাষার জয় হোক। বন্দেমাতরম্!'—

গান্ধীবাগ ছাড়িয়ে এই তো সেন্ট্রাল রোড। এপাশে ফাঁকা মাঠ, ওপারে বাড়ির সারি। দু'ধারে লোকের ভিড়। মুখে কথা নেই, পদযুগল নগ্ন। মিছিল এগিয়ে চলেছে।

শ্রাদ্ধবাসরে এইমাত্র শেষ হল কোরান, বাইবেল আর গীতা পাঠ। ধুপের ধোঁয়া চন্দনের গন্ধ, ফুলের সুবাসে সাজানো এগারোটি গাড়ি শেষ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলেছে। বাঁধে সদরঘাট, সামনে ইটখোলা। আর দূরে, ঐ তো দেখা যায়, বরাক আর নদীর সঙ্গম, -মধুরামুখ। মিছিল সেই পথে চলেছে।

গাড়িতে চিতাভস্মের আধার। সামনে পেছনে হাজর হাজার মানুষ। ইস্কুলের ছেলে, ঘরের বৌ, আপিসের বাবু, দিনমজুর, রিক্সাওলা, মাঠের চাষী।

বদরপুর থেকে আঠারো মাইল পায়ে হেঁটে এসেছে করিম শেখ। বাঁশকান্দি থেকে বৃন্দাবন সিং। ভকতপুরের পরেশ দেবনাথ ও ভিড়ের মাঝখানে। দুধপাতিল গাঁয়ের ছেলেবুড়ো কেউ বাদ যায় নি। শিলচর আজ তীর্থস্থান। চলো সেইখানে।

ভোর চারটে থেকে দুপুর পর্যন্ত হরতাল। পুরো দশ ঘন্টা জেলার প্রাণস্পন্দন ছিল স্তব্ধ।

ট্রেন চলেনি, প্লেন থামেনি, আপিস-কাছারি খোলেনি।

দীর্ঘশ্বাস-তপ্ত এগারো দিন আগে, উনিশে মে, নিরস্ত্র জনতার উপর হঠাৎ গুলীবর্ষণ, লাঠি-চার্জ। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সপ্তদশী কমলা, রক্তের স্রোতে ভেসে গেল হিতেশ বিশ্বাসের কচি কোমল গা। মাতৃভাষার পায়ে আহুতি দিল নয়টি তরুণ প্রাণ, আহতের আর্তনাদে কেঁপে গেল জ্যৈষ্ঠের আকাশ।

নিষ্ঠুর গুলীর ঘায়ে রক্ত মাখা নয়টি মৃতদেহ সারারাত আঁকড়ে শিলচর সেদিন প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফুঁসেছিল। ঝাঁপবন্ধ দোকানের ভেতরে, দুয়ার ভেজানো বড়ির ভেতরে শোনা গিয়েছিল সহস্র কণ্ঠের বলিষ্ঠ আওয়াজ ঃ 'অন্যায়ের অত্যাচারের জবাব চাই, নারীঘাতী শিশুঘাতীর বিচার চাই।'

নয় শহিদের মৃতদেহ নিয়ে সেদিনও মিছিল বেরিয়েছিল। আসামের ইতিহাসে অভূতপূর্ব সে মিছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশভাঙা বৃষ্টির মাঝখানে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল পাশাপাশি নয়টি চিতা। চিতার আগুনে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল মৃত্যু-পথ যাত্রী শহিদের বুকের কথা—'আ-মরি বাংলা ভাষা!'

পরদিনের বলি আরও দু'টি প্রাণ। আবার মিছিল, আবার সেই চিতার আগুন। আগুন সাক্ষী রেখে কাছাড় শপথ নিল ঃ 'জ্ঞান দেব, জবান দেব না।'

সংকল্পে অনড়, নিষ্ঠায় অবিচল হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান সেই একাদশ শহিদের চিতাভস্ম বিসর্জন দিতে আজ নদী-সংগ্রামে চলছে। হাইলাকান্দিতে, করিমগঞ্জে শিলচরে। কেউ বরাক, কেউ কুশিয়ারা, কেউবা মধুরামুখে।

সেদিনের সেই শপথের কথা মিছিলের একজনও ভোলেনি, ভোলেনি অতর্কিত আক্রমণে অহিংস সত্যগ্রহীর লুটিয়ে পড়ার কথা, চাপ চাপ রক্তের কথা। সে রক্ত তাদের নূতন মন্ত্র শিখিয়েছে। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে আর তাদের ভয় নেই।

বেলা গড়িয়ে এল। সামনে মধুরামুখ। আকাশে মুখ ঝাপসা, মুখ ঝাপসা, বড়াইল পাহাড়ের নীল-মেঘে ডাকা বরাক নদীর জল অলস, উদাস। মিছিল মাঠের পথ ধরেছে।

পর পর পেরিয়ে গেল এগারোটি তোরণ, — এগারো শহিদের মাথা-তোলা স্মৃতি। তারপরেই আবার। কে ঐ ছিন্নমস্তা?-তিনি বাংলা-মা। ভাষা-জননী। চেয়ে দেখ, বুকচেরা রক্ত কী প্রবল-বেগে উচ্ছ্বসিত হয়েছে! তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ। অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ বেদনার্ত। আরও দেখ, মুখের ভাষা বুকের রুধির হয়ে সারা কাছাড় কেমন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। চেয়ে দেখ। নদীর ওপারে সূর্য ডুবুডুবু। জলে বিদায়-রক্তিমা। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল এগারটি দীপশিখা, বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ।

হাতে হাতে ধরে ওরা নেমে পড়ল জলে। ঘাটে লাগল এগারোটি নৌকা। সমুখের এগারোজন সত্যাগ্রহী চিতাভস্মের এক একটি আধার হাতে নিয়ে দাঁড়াল সার-বাঁধা নৌকায়। দুলে উঠল নদী, কেঁপে উঠল মাঠ। দীপশিখার প্রণতি নিয়ে ভেসে চলল এগারোটি মাটির প্রদীপ। জলের রঙ আবীর-লাল।

হঠাৎ কে যেন কেঁদে উঠল। কে যেন মুখে আঁচল চাপা লাল। বোধ হয় বীরেন্দ্র সূত্রধরের সদ্যোবিধবা কচি বউ। এ কান্না কিন্তু ভাল করে শোনা যায় না। সব ছাপিয়ে সব কাঁপিয়ে শোনা যায় সহস্র কণ্ঠের বলিষ্ঠ আওয়াজ—'মাতৃভাষা জিন্দাবাদ।

মধুরামুখের এই ডাকের সঙ্গে মিশে মিলে গেল পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে সুর করিমগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ডাক। এপারে কয়েক হাজার লোক, ওপারে কয়েক হাজার। মাঝখানে ভেসে চলে সুসজ্জিত ভেলা। সেই ভেলায় এগারো লখিন্দরের চিতাভস্ম। ভস্মাধারের গায়ে লেখা চিরকুট ঃ

'জান দেব, জবান দেব না,'

আর লেখা রয়েছে একটি আবেদন ঃ

'পারে লাগতে দিও না, ভেলা ঠেলা দিও, — যেন পৌঁছতে পারে শান্তির পারাবারে মহাসমুদ্রে।'

দুই পার, দুই রাষ্ট্রে। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান। ভাষা দুই দেশে এক। দুই দেশই প্রাণ দিতে জানে মুখের ভাষার সম্মানে।

সামনে এগারোটি মাটির প্রদীপ। এগারো লখিন্দরের ভেলা ভেসে চলে পূব থেকে পশ্চিমে। বরাক থেকে কুশিয়ারায়। সুরমায়, পদ্মায়। বুঝি বা গঙ্গায়।

দুই পারে একসঙ্গে ধ্বনি দেয় ঃ বাংলাভাষা জিন্দাবাদ!

ভেলা ভেসে চলে।